তারুণ্যের উৎসব

নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে

সহযোগিতায়:

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ ২০২৫

ডিসেম্বর ৩০, ২০২৪ - ফেব্রুয়ারী ১৯, ২০২৫

ভূমিকা

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই তরুণ। দেশের মধ্যমা বয়স ২৭। অর্থাৎ অর্ধেক জনগোষ্ঠীর বয়স ২৭ বা এরচেয়ে কম। এতেই বুঝা যায় আমরা সীমাহীন মানব শক্তি, সৃজনশীলতা ও উদ্যোগে ভরা এক দেশে পরিণত হচ্ছে - প্রযুক্তিকে বরণ করে নেওয়ার মাধ্যমে এ দেশ বিশ্বমঞ্চে দ্রুত এগিয়ে যেতে পারে। এ জাতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে এখন পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা।

নাগরিকদের সমস্ত মানবাধিকার কেড়ে নেওয়া, দেড় দশক ধরে দেশের সম্পদ লুণ্ঠন করা ফ্যাসিবাদী শাসকগোষ্ঠীর পতনে নেতৃত্ব দিয়েছে এই তরুণরাই। তাদের ডাকে সারা দিয়েই পুরো জাতি ফ্যাসিবাদ-বিরোধী বিপ্লবে যোগ দেয় এবং নতুন এক বাংলাদেশ গড়ার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে।

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত একটি পেশাদার টি-টোয়েন্টি লিগ। দেশের অন্যতম শীর্ষ ক্রিকেট লিগ হিসেবে বিপিএল আন্তর্জাতিক পরিসরের খেলোয়াড় এবং দর্শক আকর্ষণ করার পাশাপাশি ঘরোয়া ক্রিকেটের মান উন্নয়নে এবং স্থানীয় প্রতিভা বিকাশে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

নতুন বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিপিএল ২০২৫-কে সাজানো হয়েছে তরুণদের জাতীয় লক্ষ্য অর্জনের একটি সোপান হিসেবে। নতুন আঙ্গিকের এই বিপিএলের লক্ষ্য দেশের যুব সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করা, ক্রিকেটের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে পুরো জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা। এবং এর মাধ্যমে—শহর, গ্রাম, সুবিধাপ্রাপ্ত, সুবিধাবঞ্চিত—সকল শ্রেণির তরুণদের মাঝে সামাজিক ও পরিবেশগত মূল্যবোধ প্রচার করা। এবারের বিপিএলে ঢাকা ক্যাপিটালস, চিটাগং কিংস এবং দুর্বার রাজশাহী নামে তিনটি নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি ফরচুন বরিশাল, সিলেট স্ট্রাইকার্স, খুলনা টাইগার্স এবং রংপুর রাইডার্সের সঙ্গে যোগ দেবে।

দেশের তিনটি প্রধান শহর- ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটে অনুষ্ঠিত হবে বিপিএল ২০২৫। এতে করে ক্রিকেটপ্রেমীরা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এই টুর্নামেন্টের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারবে, দেশজুড়ে ক্রিকেট এবং তারুণ্যের উদযাপনও বিস্তৃত হবে।

এই টুর্নামেন্টের লক্ষ্য হবে ক্রিকেটের জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে মানুষকে তার চারপাশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত সমস্যাগুলো মোকাবেলা করতে উদ্বুদ্ধ করা। এই পৃথিবী ও তার সন্তানদের রক্ষা করতে তরুণদের যে সুপ্ত সম্ভাবনা আছে, সে সম্পর্কে সচেতন করতে একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে এই টুর্নামেন্ট। ক্রিকেট তার নিজের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে মানুষকে অনুপ্রাণিত করবে।

ক্রিকেট ম্যাচ ছাড়াও তরুণদের জন্য অনেক রকম উৎসবের আয়োজন থাকবে এ টুর্নামেন্টে। থাকবে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, ডিসপ্লে, পুরষ্কার বিতরণী। সামাজিক ব্যবসা, পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা, সামাজিক ও পরিবেশগত সমস্যা সমাধানের জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার, সাহিত্য ও সঙ্গীত উৎসব, শিল্প ও সংস্কৃতি ভিত্তিক অনেক বিষয়ে প্রতিযোগিতা, নানা দিগন্ত জুড়ে বই উৎসব হবে। এর প্রতিটিই নতুন বাংলাদেশ তৈরির প্রস্তুতি হবে। জুলাই বিপ্লবের মূল লক্ষ্য বাস্তবায়নের প্রস্তুতি এই উৎসবের মাধ্যমে।

জুলাই বিপ্লব আমাদের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত; যেখানে গণতন্ত্র, মানবাধিকার এবং ন্যায়বিচারের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন সাধারণ জনগণ। অনেকে দেশ ও জাতির ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আত্মোৎসর্গ করেছেন। বিপ্লবে আহত ও নিহত সকল প্রাণের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শুরু হবে বিপিএল। জাতীয় ঐক্যকে অনুপ্রাণিত করার পাশাপাশি অসম্ভবকে সম্ভব করার চেতনাকে প্রজ্বলিত করতে চায় এই টুর্নামেন্ট। সারা দেশের তরুণ-তরুণীদের উৎসব ও ঐক্যকে দৃঢ় করতে এবং তারুণ্যের শক্তিকে তুলে ধরতে চায় বিপিএল। টুর্নামেন্টের লক্ষ্য পরিবেশ ব্যবস্থাপনা এবং তারুণ্যের সাহসিকতার ওপর জোর দিয়ে জুলাই বিপ্লবের চেতনাকে ধরে রাখা, যেখানে তরুণদের দৃঢ়তার সঙ্গে নেতৃত্ব দিতে এবং দ্রুত দেশব্যাপী ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে কাজ করার জন্য উত্সাহিত করা হবে।

ক্রিকেটের শক্তি এবং বাংলাদেশে এর ভূমিকা

ক্রিকেট এমন একটি খেলা যা বিশ্বজুড়ে লাখো মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। সারা বিশ্বে ১০০ কোটিরও বেশি মানুষ এই খেলা উপভোগ করে। পেশাদার স্তরে এবং স্থানীয় পর্যায়ে, দুই জায়গাতেই ক্রিকেট উপভোগ্য। যে কারণে সকল স্তরের মানুষ এই খেলার সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারে। ২০২৩ সালের আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ যার একটি বড় উদাহরণ। বিশ্বজুড়ে এক লাখ কোটি মিনিট দেখা হয়েছে এই টুর্নামেন্ট, যা ক্রীড়া ইতিহাসে এক নতুন রেকর্ড।

তবে বাংলাদেশে ক্রিকেট খেলার চেয়েও বেশি কিছু। এটি জাতীয় গর্ব ও ঐক্যের প্রতীক। প্রতিটি ম্যাচ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল এবং অর্থনৈতিক শ্রেণির মানুষকে একত্রিত করে। বিপিএলের মতো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ এই আবেগকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে, ক্রিকেটকে আরও জনপ্রিয় ও জনসম্পৃক্ত করেছে।
ভারতের ব্রডকাস্ট অডিয়েন্স রিসার্চ কাউন্সিল (বার্ক)-এর মতে, এই প্রবণতা ২০২৩ সালের ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগেও (আইপিএল) দেখা গেছে। যেখানে টিভি দর্শকের সংখ্যা ৫০ কোটি ছাড়িয়ে যায়।

ক্রিকেটের বৈশ্বিক জনপ্রিয়তা যে বাড়ছে তার আরেকটি বড় উদাহরণ অলিম্পিকে এর অন্তর্ভুক্তি। ২০২৮ লস এঞ্জেলেস অলিম্পিকে থাকবে ক্রিকেট। বিপিএল ২০২৫ বাংলাদেশের জন্য নিজস্ব ক্রিকেটীয় প্রতিভা প্রদর্শন করার, আন্তর্জাতিক মনোযোগ আকর্ষণ করার এবং দেশের তরুণদের উৎসাহিত করার মধ্য দিয়ে নতুন প্রজন্মের খেলোয়াড় ও ভক্তদের অনুপ্রাণিত করার একটি অনন্য সুযোগ।

একটি পরিবেশবান্ধব বাংলাদেশ গড়তে তরুণদের অনুপ্রাণিত করা – এই হবে বিপিএল ২০২৫-এর মূল লক্ষ্য

এবারের বিপিএলের লক্ষ্য সমাজ ও পরিবেশ নিয়ে দায়বদ্ধ একটি টুর্নামেন্ট আয়োজন করা, যার মূলে থাকবে টেকসই ব্যবস্থাপনা। এই টুর্নামেন্ট বর্জ্য-শূন্য (জিরো ওয়েস্ট) অনুশীলনকে প্রাধান্য দেবে। সেটি করতে একক- ব্যবহারের প্লাস্টিক উল্লেখযোগ্য হারে কমাবে, পণ্য রিসাইকেল করে এবং পরিবেশ-বান্ধব উপকরণ ব্যবহার করে পচনশীল ও পুনরায় ব্যবহারযোগ্য পণ্যের প্রচলন করবে। পরিবেশের ওপর প্রভাব কমানো এবং একটি দায়িত্বশীল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করাই এই টুর্নামেন্টের সামগ্রিক লক্ষ্য।
এই লক্ষ্য অনুসরণ করার মাধ্যমে বিপিএল নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করবে। এই টুর্নামেন্ট ইতিবাচক পরিবর্তনের একটি প্ল্যাটফর্ম হতে চায়। এটি ভক্ত-সমর্থক, খেলোয়াড়, অংশীজন এবং দেশের তরুণ প্রজন্মের সবাইকে টেকসই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে এবং দেশের জন্য বাস্তবিক পরিবর্তন আনতে উৎসাহিত করবে।

বিপিএল ২০২৫-এর পরিকল্পনা এমনভাবে করা হয়েছে যাতে করে এটি তরুণদের প্রাণবন্ত উৎসবে পরিণত হতে পারে। যেখানে তরুণ প্রজন্ম তাদের প্রাণশক্তি ও আবেগ প্রদর্শন করবে। এই টুর্নামেন্ট দেশের বিভিন্ন ক্যাম্পাস, গ্রাম এবং জনসাধারণের মাঝে নিজেকে পরিবর্তনের শক্তি হিসাবে উপস্থাপন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। স্থানীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে সরাসরি সম্প্রচারের অনুষ্ঠানগুলো ভক্তদের মাঝে উৎসবের আমেজ নিয়ে আসবে। এর সঙ্গে থাকবে বাংলাদেশের সংস্কৃতি উদযাপন করা সংগীত ও নানাপ্রকার খাবারের উৎসব।
প্রতিটি ম্যাচ একটি নির্দিষ্ট জেলায় মনোযোগ আনতে পারে, যার মাধ্যমে স্থানীয় সম্প্রদায় ও ক্রিকেটের মধ্যে একটি অনন্য সংযোগ তৈরি হবে এবং সমর্থকরা ম্যাচ উপভোগ করার সময় তাদের ঐতিহ্যও তুলে ধরতে পারবে।

বর্জ্য-শূন্য ক্রিকেট ম্যাচ

যেসব উদ্যোগের মাধ্যমে পরিবেশের প্রতি দায়বদ্ধ টুর্নামেন্টের একটি মানদণ্ড স্থাপন করতে চায় বিপিএল ২০২৫:

একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক কমানো: পরিবেশবান্ধব এবং পুনরায় ব্যবহারযোগ্য পণ্য বেছে নেওয়ার মাধ্যমে একক-ব্যবহারের প্লাস্টিক উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে আনবে এই টুর্নামেন্ট। উদাহরণস্বরূপ: সকল ভেন্যু এবং গ্যালারীতে খাবার পানির ব্যবস্থা (ওয়াটার ডিসপেন্সার) রাখা হবে।
দর্শকদের জন্য পানির জগ কেনার ব্যবস্থা রাখা হবে পানি খাওয়ার জন্য কাগজের কাপ সরবরাহ করা হবে, যেগুলো পরে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ব্রিগেড এবং সংস্থাগুলোর সহযোগিতায় রিসাইকেল করা যেতে পারে।

রিসাইকেল বা পুনর্ব্যবহারের উদ্যোগ: প্রত্যেক ভেন্যু এবং ফ্যান জোনে রিসাইকেল স্টেশন স্থাপন করা হবে। প্লাস্টিক, কাগজ এবং জৈব বর্জ্যের জন্য স্পষ্টভাবে চিহ্নিত আলাদা বিন থাকবে। এর মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সঠিকভাবে রিসাইকেল বিন ব্যবহারের অভ্যাস ও সচেতনতা তৈরি হবে।

ম্যাচ চলাকালে খাবার গ্রহণ: ম্যাচ চলাকালে 'লাইভ কিচেন' সেবা চালু করা যেতে পারে, অথবা নির্দিষ্ট স্টেশনে খাবার সরবরাহ করা যেতে পারে। প্লাস্টিকের পাত্রে কোনো খাবার পরিবেশন করা হবে না। এর বদলে পরিবেশবান্ধব প্যাকেজিং ব্যবহার করা হবে। সকল খাবার-সংক্রান্ত বর্জ্য সংগ্রহ করবে কোনো বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ব্রিগেড বা সংস্থা। পরবর্তীতে এসব বর্জ্যকে কম্পোস্টে পরিণত করা যেতে পারে।

স্টেডিয়ামে ব্যানার ও ফেস্টুন: স্টেডিয়ামে কোনো প্লাস্টিকের ব্যানার ব্যবহার করা যাবে না। এর বদলে বায়োডিগ্রেডেবল বা কাপড়ের ব্যানার ব্যবহারকে উৎসাহিত করা হবে।

বর্জ্য-শূন্যতার প্রচার

পরিবেশগত দায়বদ্ধতা এবং জনসাধারণকে উজ্জীবিত করতে, বিপিএল ২০২৫ যেসব স্থানীয় উদ্যোগকে স্বাগত জানাবে:

স্টেডিয়াম পরিচ্ছন্নতা ব্রিগেড এবং প্রচারণা: স্থানীয় জনগণ এবং স্কুল সংগঠনসহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবক দল ম্যাচের আগে ও পরে পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালিয়ে স্টেডিয়ামগুলোকে পরিষ্কার রাখবে।

স্থানীয় পরিচ্ছন্নতা চ্যালেঞ্জ: জনসাধারণকে স্থানীয়ভাবে পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনায় উৎসাহিত করা হবে। এর মধ্যে সবচেয়ে সফল উদ্যোগকে পুরস্কৃত করা হবে।

এছাড়া, প্রতি ম্যাচে একজন ব্যক্তি বা একটি সংগঠনকে পরিবেশবান্ধব কর্মসূচি পরিচালনার জন্য চ্যাম্পিয়ন হিসেবে ঘোষণা করা হবে। এসব ব্যক্তি বা সংগঠনকে খুঁজে বের করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা চাইবে বিপিএল ২০২৫। ম্যাচে স্ট্র্যাটেজিক টাইমআউট চলাকালে এমন ব্যক্তি ও সংগঠনকে স্বীকৃতি দেবে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড।

খেলাধুলার মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক সুযোগ

অংশীদারিত্ব, ক্রয় বাজেট এবং উদ্যোগের মাধ্যমে সামাজিক দায়বদ্ধতাকে অগ্রাধিকার দেবে বিপিএল ২০২৫:

টুর্নামেন্টের সাপ্লাই চেইন স্থানীয় সামাজিক ব্যবসাগুলোর সঙ্গে মিলে নৈতিক অনুশাসন মেনে কর্মসূচি দেবে। এতে করে টুর্নামেন্টের অর্থনৈতিক সুবিধা স্থানীয় জনগণের কাছে পৌঁছাবে।

বিপিএল ২০২৫ একটি সামাজিক ক্রয় কৌশল বাস্তবায়ন করবে। টুর্নামেন্টের মোট ক্রয় বাজেটের এক অংশ সামাজিক ও পরিবেশগত দায়বদ্ধতা মেনে চলে এমন ব্যবসাগুলোকে দেওয়া হবে। এর ফলে স্থানীয় অর্থনীতিতে টেকসই অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রাকে (এসডিজি) অগ্রাধিকার দেয় এমন উদ্যোগগুলোকেও সাহায্য করবে এই টুর্নামেন্ট। সামাজিক ব্যবসা এবং নারী-নেতৃত্বাধীন ব্যবসার সঙ্গে অংশীদারিত্ব করে বিপিএল ২০২৫ তার পরিসরকে অনেক বড় করতে পারে। এতে জনসাধারণের সামগ্রিক কল্যাণে অবদান রাখার পাশাপাশি অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনীতিকে উৎসাহিত করা হবে।

দলের জার্সি

এবারের বিপিএলে প্রতিটি ফ্র্যাঞ্চাইজিকে টেকসই উপকরণ এবং নৈতিক উৎপাদন পদ্ধতি ব্যবহার করে দলের জার্সি, কিট এবং পণ্যদ্রব্য তৈরিতে উৎসাহিত করা হবে। খেলাধুলার পোশাকের পরিবেশগত ক্ষতি কমানো এবং ফ্যাশন শিল্পে টেকসই ব্যবস্থাপনা আনাই এই উদ্যোগের লক্ষ্য।

• **টেকসই উপকরণ:** জার্সি তৈরির ক্ষেত্রে পানির ব্যবহার এবং রাসায়নিক দূষণ কমায় এমন উপকরণ– যেমন জৈব তুলা, পুনর্ব্যবহৃত পলিয়েস্টার বা অন্যান্য পরিবেশ-বান্ধব টেক্সটাইল ব্যবহার করতে পারে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো। যেমন ফেলে দেওয়া প্লাস্টিকের বোতল থেকে তৈরি পুনর্ব্যবহৃত পলিয়েস্টার জার্সির গুণমান এবং কার্যকারিতা বজায় রাখে, আবার সার্বিকভাবে বর্জ্য হ্রাস করতেও সাহায্য করে।

• **নৈতিক উৎপাদন:** টেকসই উপকরণের পাশাপাশি ন্যায্য শ্রম—যেমন শ্রমিকদের সঙ্গে নৈতিক আচরণ ও ন্যায্য বেতন দেওয়ার অনুশীলন করে এমন নির্মাতাদের সঙ্গে অংশীদারিত্বের আহ্বান জানানো হবে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোকে। এমন প্রতিশ্রুতি কেবল স্থানীয় অর্থনীতিকেই সাহায্য করবে না, সাথে টুর্নামেন্টের সামাজিক দায়বদ্ধতাও বাড়াবে।

• **সচেতনতা বাড়ানোর ক্যাম্পেইন:** মাঠে টেকসই জার্সি ব্যবহারের পাশাপাশি খেলাধুলায় টেকসই ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব তুলে ধরে প্রচারণা চালাতে পারে বিপিএল। পছন্দমাফিক পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব তুলে ধরে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো মাঠের বাইরেও সচেতন সিদ্ধান্ত নিতে ভক্তদের অনুপ্রাণিত করতে পারে। টেকসই জার্সি তৈরির মাধ্যমে বিপিএল ২০২৫ মাঠের পোশাকে পরিবেশগত দায়বদ্ধতার একটি নজির স্থাপন করবে, যা সামাজিক ও পরিবেশগত মূল্যবোধের প্রতি টুর্নামেন্টের প্রতিশ্রুতিকে আরও জোরদার করবে।

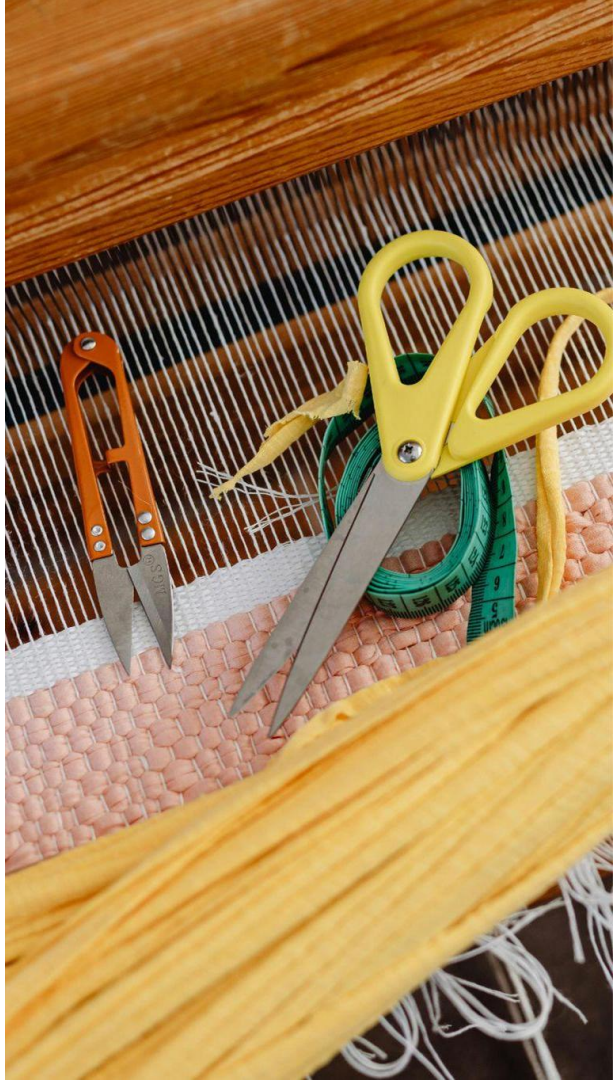

দেশব্যাপী ক্যাম্পাস ও কমিউনিটিতে তারুণ্যের উৎসব

বিপিএল ২০২৫ হবে সাংস্কৃতিক, প্রযুক্তি, সৃজনশীলতা এবং বিনোদনের একটি ইভেন্ট যা দেশজুড়ে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে একত্রিত করবে:

ফ্যান জোনে সাংস্কৃতিক উৎসব: বিভিন্ন ফ্যান জোনে ঐতিহ্যবাহী খাবারের স্টল থাকবে। এর মাধ্যমে আঞ্চলিক রান্নার পরিচিতি ও স্থানীয় ব্যবসার প্রচার করা হবে, যা দেশীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরবে।

স্থানীয় শিল্প প্রদর্শনী: ফ্যান জোনগুলোতে দেশী শিল্পীদের সৃষ্টিশীলতা প্রদর্শনের জন্য শিল্প প্রদর্শনী আয়োজন করা হবে। এটি অনেক শিল্পীকে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ করে দেবে এবং একই সঙ্গে ঐতিহ্যবাহী ও আধুনিক শিল্পের উদযাপন হবে।

বিপিএল-থিমের আর্ট, পোস্টার ও টি-শার্ট প্রতিযোগিতা: অংশগ্রহণ বাড়াতে তরুণ শিল্পীদের কাছে বিপিএল এবং জুলাই বিপ্লব নিয়ে সৃষ্টিশীল কাজ জমা দেওয়ার আহবান জানানো হবে।

তরুণদের জন্য আরও ক্রীড়া কার্যক্রম

বিপিএল ২০২৫ বিভিন্ন কমিউনিটি এনগেজমেন্টের মাধ্যমে তরুণদের মধ্যে খেলাধুলা প্রসারের চেষ্টা করবে:

তরুণদের জন্য স্থানীয় টুর্নামেন্ট: জেলায়, উপজেলায় স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আন্তঃস্কুল, আন্তঃকলেজ ও আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হবে, যা তরুণদের সক্রিয় অংশগ্রহণ, দলগত মনোভাব ও বন্ধুত্বের বিকাশে সহায়ক হবে। টুর্নামেন্টের জেলা, উপজেলায় আঞ্চলিক ও জাতীয় বিজয়ীদের বিপিএলের মূল আসরে আমন্ত্রণ জানানো হবে এবং স্ক্রিনে তাদেরকে হাইলাইট করা হবে। জাতীয় পর্যায়ের বিজয়ীদের বিপিএল ২০২৫'এর ফাইনালে আমন্ত্রণ জানানো হবে এবং ম্যাচের আগে তারা ফাইনালিস্টদের সঙ্গে মাঠে প্রবেশে করবেন।

কমিউনিটি ক্রিকেট ক্লিনিক: অভিজ্ঞ কোচ ও প্রাক্তন পেশাদার খেলোয়াড়রা ব্যাটিং, বোলিং ও ফিটনেসের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেট দক্ষতা শেখাতে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দিবেন। এই ক্লিনিকগুলো স্থানীয় পার্ক ও স্কুলের মাঠে অনুষ্ঠিত হবে, যা সকল তরুণের জন্য ক্রিকেটকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তুলবে।

প্রচারণার কৌশল

ফ্যান এনগেজমেন্ট ও টেকসই ব্যবস্থাপনা: ভক্তদের মাঝে যোগাযোগ বাড়ানো এবং 'জিরো ওয়েস্ট জোন'-এর উপর জোর দিতে হবে।

বহুমুখী প্রচার মাধ্যম: এবাভ দ্য লাইন (এটিএল), বিলো দ্য লাইন (বিটিএল), থ্রু দ্য লাইন (টিটিএল), ডিজিটাল ও পিআর চ্যানেল ব্যবহার করতে হবে।

উচ্চ দৃশ্যমানতা: স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় শক্তিশালী উপস্থিতি নিশ্চিত করা, সাথে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ভিত্তিক ইভেন্ট, পরিবেশগত গেমস এবং বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান আয়োজন।

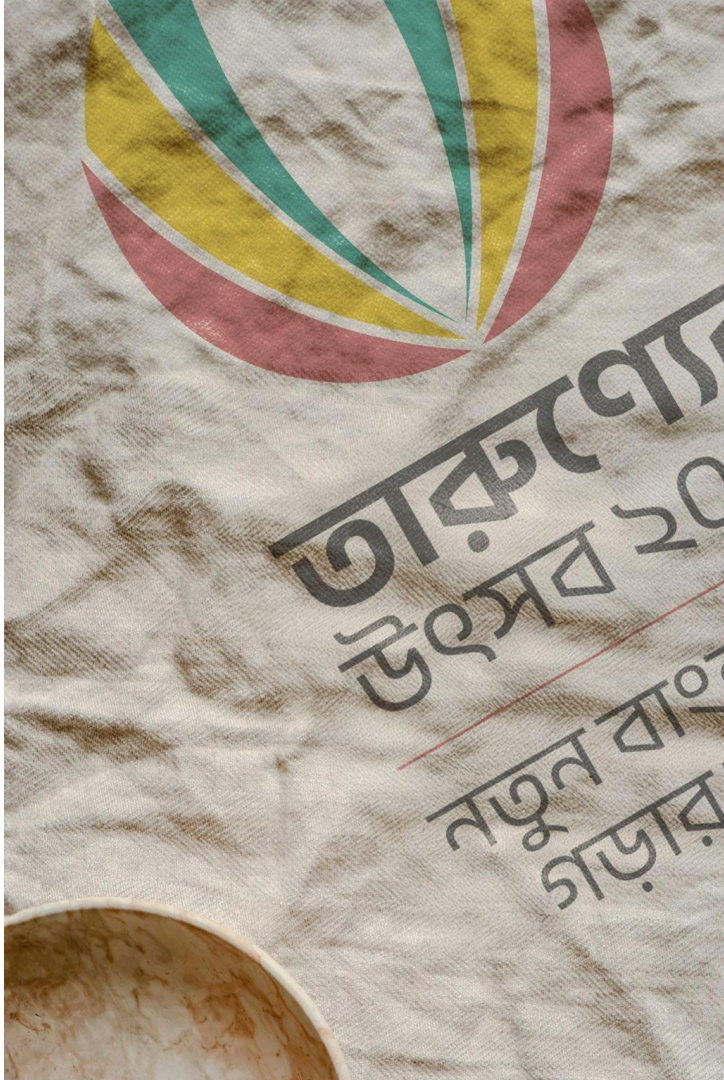

ব্র্যান্ডিং ও থিম সং

এবারের বিপিএলের তারুণ্যের চেতনা ও বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে তুলে ধরে স্থানীয় শিল্পীদের নির্মিত একটি হাই-এনার্জি থিম সং বানানো হবে। থিম সংয়ের মতো প্রমোশনাল বিষয়াদি ভক্তরা যেন সহজে ডাউনলোড ও ব্যবহার করতে পারে সেটি নিশ্চিতে একটি ব্র্যান্ড কিটও তৈরি করা হবে। এর মাধ্যমে সবাই তাদের নিজস্ব উপায়ে বিপিএলের সমর্থন ও উদযাপনে শরিক হতে পারবে।

সকল ইভেন্ট, টুর্নামেন্ট এবং উৎসব সম্পর্কিত কার্যক্রমের জন্য বিপিএলের লোগোটি বিসিবির ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে ব্যবহার করা যাবে।

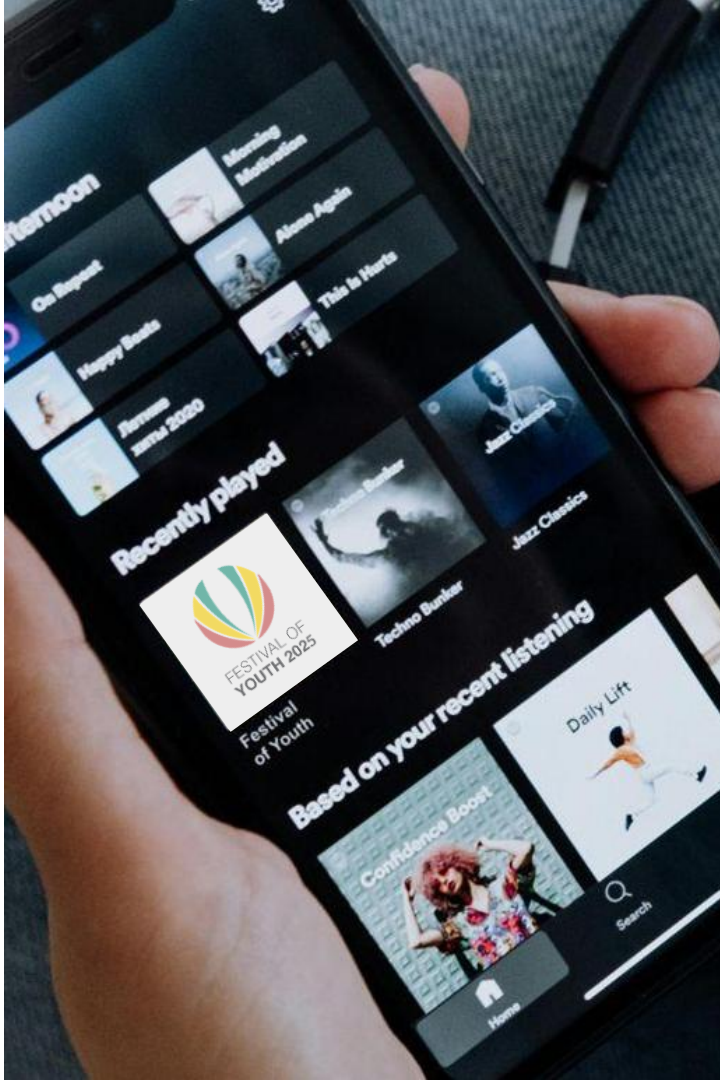

উপসংহার

‘নতুন বাংলাদেশের লক্ষ্যে তারুণ্যের উৎসব’ গড়ে তুলতে একটি জাতীয় কাঠামো প্রদান করবে বিপিএল ২০২৫। এই টুর্নামেন্ট জাতীয় ঐক্য, টেকসই ব্যবস্থাপনা ও আমাদের সাংস্কৃতিক গর্বকে উদযাপন করবে। যার মাধ্যমে সমর্থকরা বৈচিত্র্য ও সংস্কৃতিকে আলিঙ্গন করবে এবং জাতিকে নতুন বাংলাদেশ গড়তে অনুপ্রাণিত করবে। মানবাধিকার, টেকসই পরিবেশ এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের ওপর জোর দিয়ে বিপিএল ২০২৫ একটি প্রাণবন্ত এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাবে। প্রতিটি ব্যক্তিকে এই রূপান্তরের উত্তেজনা এবং গর্বে অংশ নিতে আমন্ত্রণ জানাবে।

“এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই” এই বাক্যটি প্রতিটি কাজে প্রধানভাবে উল্লেখ করতে হবে, প্রচারণায় বারে বারে ব্যবহার করতে হবে, মানুষের/তরুণদের মুখে মুখে ছড়িয়ে দিতে হবে। একে নিয়ে মজার টিউন সৃষ্টি করতে হবে। সকল প্রচারণায় ব্যবহার করতে হবে। এটাই হবে এই উৎসবের প্রধান বক্তব্য।

এসো
দেশ বদলাই,
পৃথিবী বদলাই

#তারুণ্যের উৎসব #নতুন বাংলাদেশ